(৪৭)

প্রথম আলো

তারিখ JUL 07 2006
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

উপাচার্যের ফিরে আসা শুভ সংবাদ নয়

গাজীউল হক সোহাগ

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোসলেহ উদ্দিন আহমদ আবারও ক্যাম্পাসে ফিরে এসেছেন। তার ফিরে আসার খবর গতকাল (৬ জুলাই) বিভিন্ন খবরের কাগজ পড়ে জানতে পেরেছি। ৫২ দিন পর মোটরসাইকেল শোভাযাত্রায় তার ক্যাম্পাসে পদার্পণ—আমাকে বিস্মিত করেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা কিংবা সন্ত্রাসী জেলখানা থেকে ছাড়া পাওয়ার পর যেভাবে শো-ডাউন করে স্বাগত জানায়, তেমনি ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের একদল সুবিধাবাদী উচ্ছৃঙ্খল ক্যাডার পদত্যাগকারী উপাচার্যকেও স্বাগত জানিয়েছে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে কি-না সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। একজন উপাচার্যকে ক্যাডার প্রহরায় তার ক্যাম্পাসের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাছে ফিরে আসার নজির এটাই প্রথম।

বর্তমান উপাচার্য রাজনীতিতে নামবেন—এ ধরনের চিন্তা তিনি শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার পর থেকেই হচ্ছে। যে কারণে শাসক জোটের উচ্চমহলের তৎপরতায় তিনি আবারও ক্যাম্পাসে ফিরে এসেছেন। কিন্তু তার আগমন বার্তা কিংবা আগমন বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের জন্য কোনো সুখকর সংবাদ নয়, বরং শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়কে পেছন দিকে নিয়ে যাওয়ার একটি অশুভ চক্রান্ত।

সহ-অধ্যাপক ড. মোসলেহ উদ্দিন আহমদের মধ্যে শিক্ষকসুলভ মানসিকতা না থাকার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে বারবার সহিংসতা হচ্ছে। তার আমলেই দুটি তাজা প্রাণ ঝরে গেছে। শিক্ষক নিয়োগে দলীয়করণ হয়েছে। অর্থের বিনিময়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের অভিযোগ উঠেছে। তার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সরকার-সমর্থক প্রোক্টরিয়াল বডি আন্দোলনও করেছে।

যখন-তখন ছাত্রদলের ছেলেদের 'ছাত্রসংসদের' টাকা দিয়ে যাচ্ছেন। টাকা কে দেবেন, উপাচার্য নাকি শাকসু? বর্তমান চারদলীয় জোট সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়কে দারুণ অর্থসংকটে ফেলে যাবেন।

কার্যত, তার প্রত্যাবর্তন শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার চেয়ে দলীয় এবং নিজের আখের গোছানো ছাড়া আর কিছুই নয়। এই উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিবেশ ঠিক রাখতে পারবেন কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কেননা ইতিমধ্যে ছাত্রলীগ তাকে প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছে। তারা বলেছে, যেদিন ক্যাম্পাস খুলবে সেদিন থেকেই অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট শুরু হবে (সূত্র: *প্রথম আলো*, ৬ জুলাই)।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে অচলাবস্থা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমাদের প্রশ্ন—তাদের পছন্দের আর শিক্ষক কি নেই (সিলেট বিভাগের অধিবাসী শিক্ষক! কারণ শাবির উপাচার্য সিলেটি হতে হবে এমন অলিখিত নিয়ম রয়েছে সব সরকারের আমলেই) যাকে দায়িত্ব দেওয়া যায়? বিষয়টি ভেবে দেখুন। আমাদের প্রিয় ক্যাম্পাসে যে ছাত্র ভাইয়ের রক্ত ঝরেছে, প্রাণের স্পন্দন বন্ধ হয়ে গেছে তাদের রক্ত মাড়িয়ে উপাচার্যকে ফেরানো পুরো বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের জন্য কোনোভাবেই শুভ সংবাদ নয়। অবিলম্বে তাকে প্রত্যাহার করা উচিত। তা না-হলে পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাবে।

গাজীউল হক সোহাগ : সাংবাদিক। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র।